كَلِمَاتُ الْقُرْآن

আল-কুরআনের শব্দসমূহ

(বাংলা-আরবি)

সংকলন

ইমরান হেলাল

সম্পাদনা

এস এম নাহিদ হাসান

পেনফিল্ড

পা ব লি কে শ ন

বইটির গঠন কাঠামো

১. (ج) এর পরবর্তী শব্দটি মূল শব্দের বহুবচন।

এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না (৪৯ : ১১)	وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ	উপাধি	لَقَبٌ (ج) أَلْقَابِ

২. ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রথম শব্দটি অতীত কাল এবং পরের শব্দটি বর্তমান/ভবিষ্যৎ কাল।

যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না (৩ : ১৬০)	إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ	সাহায্য করা	نَصَرَ–يَنْصُرُ

৩. কিছু ক্ষেত্রে ক্রিয়ার সাথে সাথে ক্রিয়া বিশেষ্যকে ব্রাকেটের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

তারাই ফেরেশতাকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে (৫৩ : ২৭)	لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ	নাম দেওয়া	سَمَّى–يُسَمِّى (تَسْمِيَةٌ)

অধ্যায়-১

আল্লাহ তাআলার নামে। (১:১)	بِسْمِ اللهِ	নাম, আখ্যা	اِسْمٌ (ج) أَسْمَاءٌ
এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। (৪৯:১১)	وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ	উপাধি, খারাপ নাম	لَقَبٌ (ج) أَلْقَابٌ
তারাই ফেরেশতাকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে। (৫৩:২৭)	لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى	নাম দেওয়া	سَمَّى–يُسَمِّى (تَسْمِيَةٌ)
এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। (৪৯:১১)	وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ	পরস্পরকে অপনামে ডাকা	تَنَابَزَ– يَتَنَابَزُ
আর অপর নির্দিষ্টকাল আল্লাহর কাছে আছে। (৬:২)	وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ	নামধারী, নির্ধারিত	مُسَمًّى
ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারো নামকরণ করিনি। (১৯:৭)	لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا	নামবিশিষ্ট, সমতুল্য	سَمِيٌّ
পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু। (১:১)	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ	অসীম দয়ালু, পরম করুণাময়	رَحْمَانٌ
এবং তুমি সর্বাধিক করুণাময়। (৭:১৫১)	وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ	করুণাময়, দয়াবান	رَاحِمٌ (ج) رَاحِمُوْنَ
নিজেদের মধ্যে সহানুভূতিশীল। (৪৮:২৯)	رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ	সহানুভূতিশীল, দয়ালু, সদয়	رَحِيمٌ (ج) رُحَمَاءُ

কাফিররা যা করত, তার প্রতিফল পেয়েছে তো? (৮৩:৩৬)	هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ	প্রতিদান দেওয়া, বিনিময় দেওয়া	ثَوَّبَ– يُثَوِّبُ
এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (৪৮:১৮)	وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا	প্রতিদান দেওয়া, বিনিময় দেওয়া	أَثَابَ– يُثِيبُ
পরিণতিতে তাদেরকে দিয়েছেন অন্তরের কপটতা। (৯:৭৭)	فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ	ফলস্বরূপ দেওয়া	أَعْقَبَ–يُعْقِبُ
আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি। (১:৫)	إِيَّاكَ نَعْبُدُ	উপাসনা করা, দাসত্ব করা	عَبَدَ–يَعْبُدُ (عِبَادَةٌ)
এবং আমি ইবাদাতকারী নই, যার ইবাদাত তোমরা করো। (১০৯:৪)	وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ	উপাসনাকারী	عَابِدٌ (ج) عَابِدُونَ

অধ্যায়-২

এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। (১:৫)	وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ	সাহায্য চাওয়া	اِسْتَعَانَ–يَسْتَعِينُ
গতকল্য যে ব্যক্তি তাঁর সাহায্য চেয়েছিল। (২৮:১৮)	الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ	সাহায্য কামনা করা	اِسْتَنْصَرَ–يَسْتَنْصِرُ
অথচ পূর্বে তারা বিজয় প্রার্থনা করত। (২:৮৯)	وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ	বিজয় প্রার্থনা করা	اِسْتَفْتَحَ–يَسْتَفْتِحُ
অতঃপর যে তাঁর নিজ দলের সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। (২৮:১৫)	فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ	সাহায্য চাওয়া; পানি চাওয়া (১৮:২৯)	اِسْتَغَاثَ– يَسْتَغِيثُ

رَيْبٌ ، رِيبَةٌ	সন্দেহ, সংশয়	لَا رَيْبَ فِيهِ	যাতে কোনো সন্দেহ নেই। (২:২)
مِرْيَةٌ	সন্দেহ, দ্বিধা, তর্ক	أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ	শুনে রাখো, তারা তাদের পালনকর্তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দিহান। (৪১:৫৪)
مُرِيبٌ	সন্দেহ উদ্রেককারী; সন্দেহজনক	إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ	নিঃসসন্দেহে তারা সে ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। (১১:১১০)
شَكٌّ	সন্দেহ, দ্বিধা, সংকোচ	بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ	এতৎসত্ত্বেও এরা সন্দেহে পতিত হয়ে ক্রীড়া-কৌতুক করছে। (৪৪:৯)
مَرِيْجٌ	ভ্রান্তি, সংশয়, গোলমেলে	فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ	ফলে তারা সংশয়ে পতিত রয়েছে। (৫০:৫)
لَبْسٌ	সন্দেহ, গরমিল, ঢাকা	بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ	বরং তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছে। (৫০:১৫)
يَقِينٌ	নিশ্চিত, দৃঢ়বিশ্বাস	وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ	আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। (২৭:২২)
مُتَّقٍ (ج) مُتَّقُوْنَ	আল্লাহভীরু, ধার্মিক	هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ	পথ প্রদর্শনকারী পরহেজগারদের জন্য। (২:২)
تَقِيٌّ	আল্লাহভীরু, ধার্মিক	إِن كُنتَ تَقِيًّا	যদি তুমি আল্লাহভীরু হও।(১৯:১৮)
صَالِحٌ (ج) صَالِحُوْنَ	সৎ, ভালোকাজ (২:২৫); উত্তম (৯:১২০)	وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا	তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। (১৮:৮২)
بَرٌّ (ج) أَبْرَارٌ، بَرَرَةٌ	সৎ, পুণ্যবান, ধার্মিক	إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ	নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা পান করবে। (৭৬:৫)
رِبِّيٌّ (ج) رِبِّيُّوْنَ	আল্লাহভক্ত/ দল, সঙ্গী-সাথি	وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ	আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথিরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে যুদ্ধ করেছে। (৩:১৪৬)

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। (১৩:২৭)	الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ	সৌভাগ্য, সুসংবাদ	طُوْبَىٰ
অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা পৌঁছল। (১২:৯৬)	فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ	সুসংবাদদাতা	بَشِيرٌ
তিনি সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন। (৩০:৪৬)	يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ	সুসংবাদদাতা	مُبَشِّرٌ (ج) مُبَشِّرُونَ (مُبَشِّرَاتٌ)
আল্লাহ তাদের অন্তঃকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন। (২:৭)	خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ	সিল মারা, বন্ধ করে দেওয়া	خَتَمَ– يَخْتِمُ
আমি মোহর এঁটে দিয়েছি তাদের অন্তরসমূহের উপর। (৭:১০০)	وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ	সিল মারা, মোহর মারা	طَبَعَ – يَطْبَعُ
বরং তিনি আল্লাহর রসূল এবং শেষ নবী। (৩৩:৪০)	وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ	সিলমোহর, আংটি, সমাপ্তি	خَاتَمٌ
তার মোহর হবে কস্তুরী। (৮৩:২৬)	خِتَامُهُ مِسْكٌ	সিলকৃত, মোহরাঙ্কিত, সর্বশেষ	خِتَامٌ
তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। (৮৩:২৫)	يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ	মোহরাঙ্কিত	مَخْتُومٌ
আল্লাহ তাদের অন্তঃকরণ এবং তাদের কানসমূহ বন্ধ করে দিয়েছেন। (২:৭)	خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ	অন্তর, হৃদয়	قَلْبٌ (ج) قُلُوبٌ
অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন। (১৪:৩৭)	فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ	অন্তর, মন, হৃদয়	فُؤَادٌ (ج) أَفْئِدَةٌ
অতএব, এটি পৌঁছে দিতে আপনার মনে কোনোরূপ সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। (৭:২)	فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ	অন্তর, হৃদয়, বিবেক, বুক	صَدْرٌ (ج) صُدُورٌ

مَنْزِلٌ (ج) مَنَازِلُ	অবতরণস্থল, কক্ষপথসমূহ,	وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ	আর তার জন্য নির্ধারিত করেছেন অবস্থানসমূহ। (১০:৫)
بُقْعَةٌ	স্থান, ভূমি	نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ	পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত উপত্যকার ডানপ্রান্তের বৃক্ষ থেকে তাকে আওয়াজ দেওয়া হলো। (২৮:৩০)

অধ্যায়-৩৬

طَهَّرَ-يُطَهِّرُ (تَطْهِيرٌ)	পবিত্র করা	وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ	আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম, আমার গৃহকে পবিত্র করার। (২:১২৫)
مَحَّصَ-يُمَحِّصُ	বিশুদ্ধ করা, খাঁটি করা, পরিশোধন করা	وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا	আর এ জন্য আল্লাহ ঈমানদারদেরকে পবিত্র করতে চান। (৩:১৪১)
زَكَّى-يُزَكِّي	সংশোধিত করা, আত্মশুদ্ধি করা, পবিত্র করা; নিষ্কলুষ ভাবা ৫৩:৩২	خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا	তাদের মালামাল থেকে জাকাত গ্রহণ করো, যাতে তুমি তাদেরকে পবিত্র ও সংশোধিত করতে পারো। (৩:১০৩)
مُطَهِّرٌ	পবিত্রকারী, শুদ্ধিকারী	وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا	এবং কাফিরদের থেকে তোমাকে পবিত্রকারী। (৩:৫৫)
طَائِفٌ (ج) طَائِفُونَ	তাওয়াফকারী, প্রদক্ষিণকারী; বিপদ ৬৮:১৯	وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ	আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম, আমার গৃহকে পবিত্র করার তওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য। (২:১২৫)

আমি মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শুআইবকে। (৭:৮৫)	وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا	মাদইয়ান; হজরত শুআইব আলাইহিস সালামের শহর	مَدْيَنُ
তারাই বলে, আমরা যদি মদিনায় প্রত্যাবর্তন করি, তবে সেখান থেকে সবল অবশ্যই দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবে। (৬৩:৮)	يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ	মদিনা নগরী	المَدِيْنَةُ
হে ইয়াসরিবের বাসিন্দারা! তোমাদের জন্য কোনো স্থান নেই। (৩৩:১৩)	يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ	মদিনার পূর্বনাম	يَثْرِبُ
নিঃসন্দেহ সাফা ও মারওয়াহ্ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। (২:১৫৮)	إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ	মারওয়া; কাবার নিকটবর্তী একটি পাহাড়	المَرْوَةُ
আমি কি অধিপতি নই মিসরের আর এই নদীগুলোর? (৪৩:৫১)	أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ	মিসর	مِصْرُ

পরিশিষ্ট-২ : পরিবার ও আত্মীয়তা-সংক্রান্ত শব্দসমূহ

তারা বলল, আমরা তোমার পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের ইবাদাত করব। (২:১৩৩)	قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ	পূর্বপুরুষ; বাবা (৩৩:৪০)	أَبٌ (ج) آبَاءٌ
পিতা পুত্রের কোনো কাজে আসবে না। (৩১:৩৩)	لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ	পিতা, জনক	وَالِدٌ
আমার ভাই হারুন। (২০:৩০)	هَارُونَ أَخِي	ভাই; জাতি ভাই, ভ্রাতৃত্ব	أَخٌ (ج) إِخْوَانٌ، إِخْوَةٌ

أَوْلَىٰ	দুর্ভোগ! ধিক! ধ্বংস!	أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ	তোমার দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ। (৭৫:৩৪)
وَيْ	হায়!	وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ	হায়, কাফিররা সফলকাম হবে না। (২৮:৮২)

পরিশিষ্ট-১০ : কাছাকাছি উচ্চারিত শব্দসমূহ

آثَرَ	প্রাধান্য দেওয়া	وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا	(৭৯:৩৮)
أَعْثَرَ	অবহিত করা	وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ	(১৮:২১)
أَجْرٌ	পুরস্কার	لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ	(৪১:৮)
أَزْرٌ	শক্তি	اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي	(২০:৩১)
أَدْرَى	অবহিত করা	قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ	(১০:১)
أَرْدَى	ধ্বংস করা	قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ	(৩৭:৫৬)
أَحَلَّ	বৈধ করা	وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ	(৭:১৫৭)
أَهَلَّ	উৎসর্গ করা	وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ	(২:১৭৩)
أَشْرَكَ	অংশীস্থাপন করা	إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ	(৭:১৭৩)
أَشْرَقَ	আলোকিত হওয়া	وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا	(৩৯:৬৯)
آسِفٌ	দুঃখিত	فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا	(২০:৮৬)

عَاصِفٌ	তুফান	جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ	(১০:২২)
أَمَلٌ	আশা	وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ	(১৫:৩)
عَمَلٌ	কাজ	إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا	(১৮:৩০)
بَرٌّ	স্থল	وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ	(৬:৫৯)
بَرٌّ	সৎ, পুণ্যবান	إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ	(৭৬:৫)
بَسَرَ	মুখ বাকানো	ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ	(৭৪:২২)
بَصَرٌ	দৃষ্টি, চোখ	ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ	(৬৭:৪)
تَابَ	ফিরে আসা	فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ	(৫:৩৯)
طَابَ	পছন্দ হওয়া	فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم	(৩:৪)
ثَبَّتَ	দৃঢ় করা	إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ	(৪৭:৭)
ثَبَّطَ	বিরত রাখা	وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ	(৯:৪৬)
ثَوَابٌ	প্রতিদান	نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا	(১৮:৩১)
صَوَابٌ	সঠিক, সত্য	لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا	(৭৮:৩৮)
جَحَدَ	অস্বীকার	وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ	(১১:৫৯)
جَاهَدَ	সংগ্রাম করা	وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ	(২৯:৬)
جَارِيَةٌ	প্রবাহমান	فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ	(৮৮:১২)